ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৪১১১
আগরতলা, ১৯ মার্চ, ২০২০

মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত

১০৩২৩ শিক্ষকদের অন্যান্য দপ্তরে চাকুরির সুযোগ করে দিতে সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে রাজ্য সরকার

মন্ত্রিসভার বিশেষ বৈঠকে ১০৩২৩ এডহক শিক্ষকদের রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে নিয়োগ করার বিষয়ে সুপ্রীমকোর্টের অনুমতি চাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। আজ মন্ত্রিসভার বিশেষ বৈঠকের পর মহাকরণের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্তের কথা জানান শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। তিনি আরও বলেন, বর্তমানে ১০৩২৩ জনের মধ্যে মোট ৮ হাজার ৮৮২ জন শিক্ষকতা করছেন। এরমধ্যে অস্নাতক শিক্ষক রয়েছেন ৪ হাজার ৩৭৫ জন, স্নাতক শিক্ষক রয়েছেন ৩৭৬১ জন এবং স্নাতকোত্তর শিক্ষক রয়েছেন ৭৪৬ জন। তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী বিভিন্ন দপ্তরে গ্রুপ-সি এবং গ্রুপ-ডি ননটেকনিক্যাল পদে নিয়োগ করার জন্য সুপ্রীম কোর্টের নিকট অনুমতি চাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। এজন্য রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি মোট ১০,৬১৮টি ননটেকনিক্যাল শূন্যপদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে ৮৮৮২ জন এডহক শিক্ষকের এককালীন বয়সের ছাড় সহ অন্যান্য বিষয়েও ছাড় দেওয়া হবে বলে শিক্ষামন্ত্রী জানান। শিক্ষামন্ত্রী আরও জানান, ১০৩২৩ জন শিক্ষকের নিয়োগ প্রক্রিয়া প্রশ্নাধীন থাকলেও রাজ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের বিশেষ অবদান ছিল। রাজ্য সরকার সেই বিষয়টি চিন্তা করেই মানবিক দৃষ্টিকোন থেকে সংবিধান ও আইন মেনে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ৩১ মার্চ, ২০২০ এর পর তাদের চাকুরিচ্যুত হওয়ার পর তাদের যোগ্যতা অনুসারে যাতে বিভিন্ন দপ্তরে নিয়োগ করা যায় সে বিষয়ে আগামী কিছুদিনের মধ্যে সুপ্রীম কোর্টের অনুমতি চেয়ে স্পেশাল পিটিশন দাখিল করবে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যেই মন্ত্রিসভার বৈঠকের সিদ্ধান্তের ম্যাসেজ সুপ্রীম কোর্টের স্ট্যান্ডিং কাউন্সিলে পাঠানো হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী আরও জানান, সরকার আগেই জানিয়েছিল যে ১০৩২৩ এডহক শিক্ষকদের বিষয়টি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ভাবা হচ্ছে। সংবিধান ও আইন মেনেই তাদের বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে বলেও রাজ্য সরকার জানিয়েছিল। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই আজ মন্ত্রিসভার বিশেষ বৈঠকে এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার।

****২য় পাতায়

শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, ১০৩২৩ জন শিক্ষকের চাকুরিচ্যুতি ঘটনার জন্য তৎকালীন রাজ্য সরকার দায়ী ছিলেন। গত ১৬-১১-২০১১ তারিখে আদালতের সিঙ্গেল বেঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ৬১ জন দরখাস্তকারীর বক্তব্য শুনে তৎকালীন রাজ্য সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করলেই এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো না। কিন্তু তৎকালীন রাজ্য সরকার আদালতের সিঙ্গেল বেঞ্চের নির্দেশ না মেনে একগুয়মিভাবে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে আপীল করেছিল। হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ ২০১৪ সালের ৭ মে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়াকে অবৈধ বলে খারিজ করে দিয়ে শিক্ষকদের চাকরি বাতিল করে দেয়। তৎকালীন রাজ্য সরকার হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করেছিল। সুপ্রীম কোর্ট ২৯ মার্চ ২০১৭ তারিখ হাইকোর্টের রায়কেই বহাল রাখে এবং শিক্ষকদের নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এডহক শিক্ষক হিসেবে নিযুক্তি দেয়। বর্তমান রাজ্য সরকার তাদের ভিশন ডকুমেন্ট অনুযায়ী এই বিষয়টি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ভেবে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করলে এডহক শিক্ষকদের আরও ২ বছরের সময় বাড়ানো হয়। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের মানব সম্পদ বিকাশ মন্ত্রকের অনুমতি এনে এককালীন ছাড়ের সুযোগ দিয়ে টেট পরীক্ষার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। এডহক শিক্ষকদের টেট উত্তীর্ণদের মধ্যে যাদের চাকরির বয়স পেরিয়ে গেছে তাদের বয়সের ক্ষেত্রে এককালীন ছাড় দেওয়ার সিদ্ধান্তও নেয় মন্ত্রিসভা। যে সকল এডহক শিক্ষক টেট উত্তীর্ণ হতে পারেননি তাদের আগামী ৩১ মার্চের পর যাতে বিভিন্ন দপ্তরে যোগ্যতা অনুযায়ী নিয়োগ করা যেতে পারে সেজন্যই সুপ্রীম কোর্টের অনুমতি পাওয়ার জন্য আজ মন্ত্রিসভার বিশেষ বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে শিক্ষামন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনে জানান।

*****